সমকাল

25 JAN 2017

গবেষণায় তথ্য

২১ ভাগ শিক্ষার্থীই ধূমপায়ী

তামাক নিয়ন্ত্রণবিষয়ক এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ২১ ভাগ শিক্ষার্থী ধূমপায়ী। গত সোমবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। সম্মেলনের তিনটি অধিবেশনে ২০১৬ সালে অনুদানপ্রাপ্ত ১০ গবেষকের গবেষণা ফল প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস (বিসিসিপি), বাংলাদেশ টোব্যাকো কন্ট্রোল রিসার্চ নেটওয়ার্ক (বিটিসিআরএন) এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ (জেএইচএসপিএইচ)-এর সহযোগিতায় তামাক নিয়ন্ত্রণবিষয়ক এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অনুদানপ্রাপ্ত ১০ গবেষক শহরাঞ্চলে 'তামাকমুক্ত গৃহ' আন্দোলনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, বিভিন্ন জেলায় তামাক চাষে স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত প্রভাব, তামাক বিক্রেতা শিশুদের মধ্যে সেবনের মনোভাব ও প্রবণতা, বাংলাদেশে ই-সিগারেটের বিপণন কৌশলের ওপর গবেষণা করেন।

গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে শিক্ষার্থীদের ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় ২১ ভাগ উত্তরদাতা ধূমপায়ী। শহরাঞ্চলে ১৪ ভাগ উত্তরদাতা জানান, তারা বাড়িতে ধূমপান করেন। তামাক উৎপাদক জেলাগুলোতে দেখা যায়, কোম্পানির দেওয়া বীজ তামাক চাষ বৃদ্ধির নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। তবে সিগারেটের দাম বৃদ্ধি ধূমপানকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী বিটিসিআরএন ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক ডা. ব্রিগেডিয়ার (অব.) আবদুল মালিকের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রোকসানা কাদের, বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) প্রতিনিধি ড. এন পারানিথারান।

সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিসিসিপির প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহজাহান। বক্তৃতা করেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়ক মুহম্মদ রুহুল কুদ্দুস, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির উপদেষ্টা ড. এ এফ এম মফিজুল ইসলাম প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।